কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে ৪ জন নিহত: আহত ৭

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বজ্রপাতের এক নারীসহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাতে আরও ৭ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার হোসনেবাদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

দৌলতপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান চার জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন- দৌলতপুর উপজেলার হোসনেবাদ এলাকার কৃষক নিজাম উদ্দিন (৪৮), তারজুল ইসলাম (২৫) আওলাদ হোসেন (৬০) এবং ফারাকপুর গ্রামের জরুরা খাতুন (৪০)।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, হতাহতরা সবাই মাঠের কাজ করছিল। এসময় প্রচণ্ড জোরে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি ছাপড়া (একচালা) ঘরের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এসময় সেখানে বজ্রপাত হলে সবাই আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

কবর থেকে মরদেহ উত্তোলন না করেই ফিরে গেলেন নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট

কুষ্টিয়ায় ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট আশরাফুল ইসলাম ও সুরুজ আলী বাবু গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাদের দাফন করা হয়। পরে এ হত্যার ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা করা হলে মরেদহ ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেন আদালত।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) মরদেহ উত্তোলনে গেলে দুই পরিবারই আপত্তি জানায়। এতে কবর থেকে মরদেহ উত্তোলন না করেই ফিরে যান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আদালতের নির্দেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বাবু ও আশরাফুলের মরদেহ উত্তোলনের জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান যায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্যরা সহ সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু মরদেহ উত্তোলনে নিহত দুই পরিবারই আপত্তি জানায়। এ অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও মরদেহ উত্তোলন না করেই ফিরে যান জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

নিহত দুই পরিবারের সদস্যরা জানান, বাবু ও আশরাফুল নিহতের দুই মাস পার হয়ে গেছে। তাই তারা লাশ তুলতে দেবেন না।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ার আড়ংয়ের সামনে রাস্তার উপর আন্দোলনকারী বাবুকে এলোপাথাড়িভাবে মারপিট ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় রাইসুল হক বাদী হয়ে ৩৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করা হয়। অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ৪০/৫০ জনকে। নিহত বাবু কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর গ্রামের শালদহ এলাকার মৃত নওশের আলীর ছেলে। বাবু পেশায় স্বর্ণকার ছিলেন।

দায়িত্বরত কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদ হাসান বলেন, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আদালতের নির্দেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বাবু ও আশরাফুলের মরদেহ উত্তোলনের জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে এসেছিলাম। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ায়

মরদেহ উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্র-জনতা আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট দুপুর দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের বকচত্বরের উত্তর দিকে শতাব্দী ভবনের সামনে আশরাফুল ইসলামকে তলপেটে, বাম পায়ের উরুসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ২০ আগস্ট নিহত আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী লাবণী আক্তার ইতি কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

এ মামলায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকর্মী সহ মোট ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ৫০-৬০ জনকে। নিহত আশরাফুল ইসলামকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার শালদহ গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে। তিনি রঙ মিস্ত্রির কাজ করতেন।

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে লাল্টু বাহিনীর হামলায় আহত-১০

কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে লাল্টু গ্রুপের হামলায় ১০ জন আহত হয়েছে। এসময় মোটরসাইকেল ভাংচুর, বসতবাড়িতে হামলা, গবাদিপশুসহ বাড়ীঘরের মালামাল লুটপাটের ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুমারখালি উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের বাঁধবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব এবং আধিপত্য বিস্তারে বিধ্বস্ত কুমারখালির পাহাড়পুর গ্রামের জনজীবন। এই এলাকার মন্ডল গ্রুপের আমিরুল ইসলাম মারা যাওয়ার পর লাল্টু নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সজীব ও মোমিনসহ তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে এলাকায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারে একটি দোকান লিজ নেওয়াকে কেন্দ্র করে শালিসি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। এসব বিষয় নিয়ে বাঁধবাজার কমিটির নেতাদের সাথে কথা বলতে

গেলে লাল্টুর নেতৃত্বে লাল্টু,সজিব, মমিন,মাসুদ, আমিরুল, সজল, মতিয়ার, আতিয়ার, এনামুল, নান্নু, ওসমান দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে বাঁধবাজার এলাকার তালেব বিশ্বাসের ছেলে রিয়াজ আলী (৪২), হাকিম বিশ্বাসের ছেলে রফিক বিশ্বাস (৪৩) একই এলাকার গফফারের ছেলে তারিকুল ইসলাম, নাজিম বিশ্বাসের রাজন, মৃত: সাজ্জাদ আলী শেখের ছেলে মুক্তার হোসেনসহ অন্তত আটজন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

পরে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

রাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রফিক বিশ্বাসের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, রাজমিস্ত্রীর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। এসময় বাজারের একটা লীজকৃত দোকান নিয়ে আজকে শালিসি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠকের আগেই লাল্টু তার দলবল নিয়ে হামলা চালিয়ে জখম করে। পরে লাল্টু তার লোকজন নিয়ে আমাদের ঘরবাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। আমরা এই ঘটনার সঠিক বিচার চাই।’

তুষার নামের স্থানীয় একজন বলেন, ‘লাল্টু এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে এই হামলা চালিয়েছে। হামলার পর আমার বাড়ি থেকে দুইটা ল্যাপটপ ও একটা কম্পিউটার এবং তিনটা ছাগল লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়াও তারিকুলের গোয়ালঘর থেকে আড়াই লাখ টাকার গরু লুট করে যায়। এছাড়াও জাফরের ছেলে সজলের পালসার মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। লাল্টুর কারনে এলাকায় অশান্তি। আমরা এলাকায় শান্তি চাই। কোনো সংঘাত বা মারামারি চাই না।’ এরআগেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেও কোন সুফল পায়নি।

কুমারখালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, ‘বাধবাজারে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় দলাদলি, আধিপত্য ও জায়গাজমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ ছিল। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারে স্থানীয়দের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছি। একপর্যায়ে মারামারিতে রুপ নেয়। তিনজনের বাড়ী থেকে গবাদিপশু নিয়ে গেছে। কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখনো থানায় কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী সময়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় বেশি দামে ডিম বিক্রির অপরাধে জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বেশি দামে ডিম বিক্রির অপরাধে দুই পোল্ট্রি ফার্মকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ রবিবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মণ্ডল।

এ সময় তিনি জানান, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিম বিক্রির দায়ে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান এলাকার অমি পোল্ট্রি ফার্মকে ৭ হাজার ও সাইফুল পোল্ট্রি ফার্মকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া অন্যান্য পোল্ট্রি ফার্ম মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় মিরপুর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সেলিনা আক্তার, উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুস সবুর বিশ্বাসসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক ও পুলিশ একে অন্যের সহযোগী: কুষ্টিয়ার নবাগত এসপি

কুষ্টিয়ার নবাগত পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমান বলেছেন, সাংবাদিক ও পুলিশ একে অন্যের সহযোগী। গণমাধ্যমকর্মীরা যে কোনো ধরনের তথ্য আমাদের জানাতে পারেন। কুষ্টিয়ায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও

শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নবাগত পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের প্রতি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের অনুরোধ করে বলেন, সংবাদকর্মীরা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সুন্দর নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। “আমি বিশ্বাস করি পুলিশ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন আছে, সেটা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।”

রবিবার দুপুরে জেলা পুলিশ লাইন্সের সম্মেলন কক্ষে জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়ায় পুলিশের অফিসার ও ফোর্স চেঞ্জ হয়েছে। এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে যেতে একটু সময় লাগে। সরকারি বিধি অনুয়ায়ী বদলির ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১০ দিন জয়নিং লিভ পায়। কুষ্টিয়া থেকে যে পরিমাণ ফোর্স বদলি হয়ে চলে গেছে, সে পরিমাণ ফোর্স কুষ্টিয়ায় যোগদান করেননি। পুলিশের কার্যক্রম দ্রুতই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

পুলিশ সুপার বলেন, ৫ আগস্টের পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ কাজে ফিরতে একটু সময় নিয়েছে। বর্তমানে পুলিশের কার্যক্রম অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে, দ্রুতই পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে। বর্তমানে অপরাধের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুলিশকে অপরাধের তথ্য দিন, দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভায় জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হত্যা, হত্যাচেষ্টা, গুরুত্বপূর্ণ মামলা, চোরাচালান, মাদক, জুয়া, ডাকাতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তথ্য প্রাপ্তিতে পুলিশের সহযোগিতাসহ পুলিশের সঙ্গে সংবাদকর্মীদের সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ও তুলে ধরেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

এ সময় পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান দ্রুত সময়ে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নসহ, সার্বিক বিষয়ে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন। একইসঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য চেয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

পুলিশ সুপার বলেন, পূজামণ্ডপগুলোতে ও লালন মেলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কাজ করছে পুলিশ। পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে। যাতে নির্বিঘ্নে দর্শনার্থীরা পূজামণ্ডপ ও লালন মেলায় ঘুরতে

পারেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা করা সকল নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক ও আইনি দায়িত্ব। এ বছর মাল্টি-লেয়ার্ড নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পূজা উদযাপনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে পুলিশ। শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মো. তারেক জুবায়ের, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) পলাশ কান্তি নাথ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার্স ইনচার্জ সোহেল রানা, কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি মাহফুজুল হক চৌধুরী, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, সাধারণ সম্পাদক আবু মনি জুবায়েদ রিপন, প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য আনিসুজ্জামান ডাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চুসহ শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় কলেজ ছাত্রকে হাত-পা বেঁধে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা

কুষ্টিয়া শহরের একটি চারতলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে রুবেল হোসেন
(২২) নামে এক কলেজছাত্রকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কোর্টপাড়া এলাকার বনফুড গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কলেজছাত্র রুবেল হোসেন কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। সে কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছিলেন। কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়া এলাকার একটি চারতলা ভবনের তৃতীয় তলায় ছাত্রাবাসে থাকতেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রশি দিয়ে হাত-পা ও কাপড় দিয়ে মুখ বাধা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাত সাড়ে ১২টার দিকে রুবেলের

মৃত্যু হয়।

নিহত রুবেলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মেসের বাসিন্দা আনিসুর রহমান বলেন, তিন তলায় তিনটি রুমে আমরা ৯ জন থাকতাম। রুবেলের রুমে তিনজন থাকত। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে চিৎকারের শব্দ শুনে নিচে নেমে এসে দেখি হাত-পা ও মুখ বাধা অবস্থায় রুবেল পড়ে আছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে বলেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাত ১১টার দিকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবু রাসেল বলেন, রশি দিয়ে হাত-পা ও কাপড় দিয়ে মুখ বাধা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। পরে তাকে রাজশাহী নেওয়ার পথে মারা যায়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু নামের এক ইউপি চেয়ারম্যানকে নিজ পরিষদে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ওই এলাকায়।

আজ সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ইউপি চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন ওরফে সেন্টু দৌলতপুর উপজেলা

বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো সকালে ইউনিয়ন পরিষদের কর্যালয়ের নিজ কক্ষে বসে কাজ করছিলেন চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে চেয়ারের পেছনে থাকা জানালা দিয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। গুলির শব্দে স্থানীয়রা ছুটে গেলে তাদেরকেও লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। এরপর স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা মেরে রাখে। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যানের লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে ঘটনাস্থলে যেতে বেগ পেতে হয়।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এখনো মরদেহটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পড়ে আছে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়েই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিএনপির রাজনীতি করলেও রাজনীতিতে তিনি নিস্ক্রিয় ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন। বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে তার স্বাক্ষাৎ ছিল।

দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা বলেন, চেয়ারম্যান নঈম উদ্দিন সেন্টু এক সময় উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, চেয়ারম্যান নিজ কক্ষের চেয়ারেই বসে ছিলেন। তাকে পেছন থেকে জানালা দিয়ে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রশিদিয়া দরবার শরিফে আগুন ও ভাঙচুর

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রশিদিয়া দরবার শরিফে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে করে ভাঙচুরের পর ওই দরবার শরিফে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

গতকাল রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুমারখালী উপজেলার চরসাদিপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চরসাদিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এশার নামাজের পর ১৫-২০ জন নানা বয়সী মানুষ একত্রিত হন। দরবার শরিফে মাদক সেবন ও গান বাজনা হয় এমন দাবি করেন তারা। লাঠিসোঁটা নিয়ে ওই দরবার শরিফ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সাবেক এক চেয়ারম্যান ও স্থানীয় এক মাদ্রাসা শিক্ষকের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়েছে।

দরবার শরিফের পরিচালক জিল্লুর রহমানের ছেলে রাসেল বলেন, ‘প্রায় ১৫ বছর আগে এই খানকার শরিফ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেখাশোনার দায়িত্বে আমার বাবা রয়েছেন। গ্রামের অনেকেই একত্র হয়ে এই খানকার শরিফে দোয়া মাহফিল ও গান বাজনার আয়োজন করে। তাছাড়া প্রতিবছর ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মতো আজও ওরস মাহফিল ছিল। রাতে দোয়া মাহফিলের মোনাজাত চলছিল। এ সময় হঠাৎ ১৫ থেকে ২০ জন লাঠিসোঁটা নিয়ে দরবার শরিফে হামলা চালিয়ে দরবারের চারচালা ঘরটি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভয়ে আমি, বাবাসহ উপস্থিত ভক্তরা পালিয়ে যায়। তবে কাউকে আঘাত করা হয়নি।’

রাসেল আরও বলেন, ‘এর আগে স্থানীয় মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে হামলাকারীরা একত্র হন। এই হামলায় সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের ইন্ধন রয়েছে। তাকে ঘটনাস্থলে দেখেছি। খানকার শরিফে কোনো মাদকসেবন হয় না। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বছর ওরসে গান বাজনার আয়োজনও ছিল না।’

নিরাপত্তার স্বার্থে এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি দরবার শরিফের পরিচালক জিল্লুর রহমান।

এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে চর সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দরবার শরিফের নামে সেখানে মাদকের

আড্ডা চলে। সে জন্য স্থানীয় ছেলেপেলে তা ভেঙে দিয়েছে।

চর সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মেছের আলী খাঁ বলেন, ‘এ ঘটনায় আমি কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।’

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকিবুল ইসলাম বলেন, ‘হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি জেনেছি। তবে অগ্নিসংযোগের বিষয়টি জানা নেই। চর সাদিপুর দুর্গম এলাকা হওয়ায় এখন ঘটনাস্থলে যাওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে আব্দুল আজিজ (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারল এলাকার রেল ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল আজিজ মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের বেলগাছি এলাকার মৃত আতর মণ্ডলের ছেলে।

নিহতের ভাতিজা মুস্তাকিম জানান, আমার চাচার মাথায় সমস্যা ছিল।গতকাল শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। রোববার সকালে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে আমরা পোড়াদহ জিআরপি থানায় এসে আমার চাচার মরদেহ দেখতে পাই।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারোল এলাকার রেল ব্রিজে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান।

কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৪ স্কুলশিক্ষার্থীর

কুষ্টিয়ার খোকসায় মসজিদের মক্তবে আরবি পড়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে মাক্রোবাসের ধাক্কায় ৪ স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও ২ জন।

আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে শিমুলিয়ায় কুঠিপাড়া এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- মিম (১২), তানজিলা (১১), বিথি (১২) ও সাদিয়া।

নিহত মিম শিমুলিয়া কুঠিপাড়া গ্রামের মো. হানিফের মেয়ে, তানজিলা পালন শেখের মেয়ে ও বিথি হেলাল উদ্দিনের মেয়ে ও একই এলাকায় সাদিয়া।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হারুনর রশীদ জানান, সকালে শিমুলিয়া কুঠিপাড়া জামে মসজিদে আরবি পড়া শেষে শিক্ষার্থীরা বাড়ি ফেরার পথে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক পার হচ্ছিল। হঠাৎ ঢাকা থেকে আসা একটি দ্রুতগামী মাইক্রোবাস তাদের চাপা দিয়ে পাশের পুকুরে উল্টে পড়ে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মিমের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে খোকসা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তানজিলা, বিথি ও সাদিয়া নামের আরও তিনজন মারা যায়। আহত ফাতেমা ও সাদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনার প্রতিবাদে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে বলেও জানান হারুনর রশীদ। তবে মাইক্রোবাসে কতজন যাত্রী ছিলেন বা এর চালক সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রাথমিকভাবে জানাতে পারেননি তিনি।

এদুর্ঘটনার প্রতিবাদে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে সড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।